কুষ্টিয়ায় গড়াই নদী থেকে মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদী থেকে অজ্ঞাত এক মহিলার ভাসমান গলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বুধবার সন্ধ্যায় কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের জয়নাবাদ সংলগ্ন গড়াই নদী থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহতের শরীরে লাল -খয়েরী শাড়ী, খয়েরী ব্লাউজ ও জলপাই রঙের পেডি, বামহাতে কাঁচের চুরি ও ডান পাঁয়ে একটি রূপার তোড়া ছিল।
এদিকে নদীতে ভাসমান মরদেহ’র খবর মূহুর্তেই ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পরে মরদেহ দেখতে ভিড় জমায় উৎসুক জনতা। পুলিশ ও

এলাকাবাসী জানায়, বুধবার বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে জয়নাবাদ ইসতেমা মাঠ সংলগ্ন গড়াই নদীতে গলিত এক মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে। তবে লাশের নাম পরিচয় জানা যায়নি।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার বলেন, গড়াই নদীতে ভাসমান মরদেহ দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। পরে মরদেহটি নৌ পুলিশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে মর্গে প্রেরণ করেন।

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৯৬ জন করোনা আক্রান্ত! মৃত্যু-১

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৯৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুবরণ করেছেন আরও ১ জন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ৪৮ জন, গাংনীতে ৪৪ জন, মুজিবনগর ০৪ জন।

বুধবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ৩৩১

টি। তারমধ্যে ৯৬ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৫৬৮ জন। তার মধ্যে সদরে ১৬১ জন, গাংনীতে ৩০৭ জন এবং মুজিবনগরে ১০০ জন।

এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১৩২ জন । মৃতদের মধ্যে সদরে ৫৮ জন, গাংনী ৪৬ জন ও মুজিবনগরে ২৮ জন।

এসময় তিনি সকলকে সামাজিক দুরত্ব,নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া,মাস্ক ব্যবহার, জন-সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাচি কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যাবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

আলমডাঙ্গায় লকডাউন অমান্য করায় ৬জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ‘সর্বাত্মক’ লকডাউন অমান্য করে চলাচল করায় ছয় জনকে ৩ হাজার ৬ শ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার সকাল ১০ টার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নূর ও সহকারি কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিট্রেট হুমায়ন কবির ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এ জরিমানা করেন।

আদালত সূত্রে জানাগেছে, গতকাল (২৮ শে এপ্রিল) বুধবার দেশজুড়ে সর্বাত্মক লকডাউনের ৬ষ্ট দিন। দিন শুরুর দিকে আলমডাঙ্গা শহরে বাড়তে থাকে জনসমাগম।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নূর ও সহকারি কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিট্রেট হুমায়ন কবির ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে।

আদালতে সার্বিক সহযোগিতা করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ। এ সময় লকডাউনে স্বাস্থ্য বিধি অমান্য করে চলাচল করায় ৬ জনকে ৩ হাজার ৬ শ টাকা জরিমানা করেন।

[redacted]

[redacted]

করোনা মহামারীর যুদ্ধ জয় করতে মাস্ক ব্যবহারের বিকল্প নেই-গোলাম রসুল

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ ও সাবান বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে মেহেরপুর জেলার যাদবপুর মোড় থেকে শুরু করে রাজাপুর, রাধাকান্তপুর, শালিকা, বাড়িবাঁকা ও গোভীপুর এলাকায় স্থানীয় ও পথচারী বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের মাঝে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ ও সাবান বিতরণ করা হয়। মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসূল উপস্থিত থেকে এসকল সামগ্রী বিতরণ করেন। এসময় তিনি বলেন,

বিশ্বের প্রতিটি দেশের মতোই বাংলাদেশও দিন দিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই জন্যই আমরা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান ইত্যাদি সামগ্রী দিচ্ছি। আগামী ৭ তারিখ থেকে আপনাদের ইউনিয়ন পরিষদে শুধু আইডি কার্ডের ফটোকপির মাধ্যমে, যাদের বয়স ১৮ বছরের উপরে তাদের সকলকে আমারা ভ্যাকসিন দেবো। সকলেই ভ্যাকসিন নেবেন, সামাজিক দূরত্ব মেনে চলবেন এবং ঘরের বাইরে বের হওয়ার সময় মাস্ক পরিধান করবেন।

তিনি আরও বলেন, এই করোনা মহামারীর যুদ্ধ জয় করার জন্য বাড়ির বাইরে পা দিলেই মাস্ক ব্যবহার করা জরুরি। করোনা মোকাবিলায় মাস্কের বিকল্প নেই। মাস্ক ছাড়া বাইরে বের হলে করোনায় সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়। কখনোই মাস্ক নিয়ে আসতে ভুলবেন না, ঘর থেকে বের হওয়া মানেই মুখে মাস্ক। এসময় মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রধান সহকারী জিল্লুর রহমান এবং মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের সহকারী শাহীন ইকবাল উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

আয়েসা সুলতানা লাকী,মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান,উথলী ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম আযাদ,হাসাদহ ইউপি চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম বিশ্বাস,জীবননগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম আর বাবু,জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু প্রমুখ।

গাংনীতে বেড়েছে স্টেরয়েডের ব্যবহার

মেহেরপুরের গাংনীর কুঞ্জনগরের রিজাবুল হকের ছেলে সাহিবুল। দিন পনের আগে হঠাৎ জ¦র ও কাশি দেখা দেয় তার। হেমায়েতপুর বাজারের গ্রাম্য চিকিৎসক সামশুল হকের কাছে আসলে তিনি স্টেরয়েড ব্যবস্থাপত্র দেন। শারিরীক কোন পরিবর্তন না হলে তাকে দ্রুত কুষ্টিয়া ও পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। ৫ দিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সাহিবুল।

এদিকে বাথান পাড়া গ্রামের বিল্লালের স্ত্রী কুলসুম ঠান্ডা জ¦রে আক্রান্ত হলে রায়পুর বাজারের একটি ফার্মেসী থেকে স্টেরয়েড ওষুধ কিনে এবং সেই সাথে দুটি ইঞ্জেকশন পুশ করেন। কোন পরীক্ষা ছাড়াই রোগীকে এ ধরণের চিকিৎসা দেয়া হয়। এতে জ¦র কিছুটা নিরাময় হলেও শারিরীক না সমস্যা দেখা দেখা দিলে তাকে গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন স্টেরয়েড ব্যবহারের ফলে সাহেবুলের মৃত্যু ঘটেছে ও কুলসুমের অবস্থা গুরুতর। কুলসুম বেঁচে গেলেও সুস্থ হতে অন্ততঃ ছয় মাস সময় লাগবে।

শুধু সাহিবুল কিংবা কুলসুম নয়, গ্রামাঞ্চলের রোগী সাধারণ প্রতিনিয়ত এমনি অপচিকিৎসার শিকার হচ্ছেন। অপরদিকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কয়েকজন সেকমো এমন অপচিকিৎসা প্রদান করেন। এতে একজনের মৃত্যুর খবরও পাওয়া গেছে। বালিয়াঘাট গ্রামের কাজি সোহেল রানা জানান, গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য গোলাম মর্তুজা জ¦র ও সর্দিকাশিতে আক্রান্ত হলে গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সেকমো মকলেছুর রহমানের শরণাপন্ন হলে তিনি স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ সেবনের

পরামর্শ দেন। সেবনের কয়েকদিন পর মর্তুজার অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে করোনা পজিটিভ হয় মর্তুজার। প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পরেও অবস্থার পরিবর্তন না হলে তার মৃত্যু ঘটে। প্রশাসনিক কোন পদক্ষেপ না থাকায় এমন অপচিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। এমনি মন্তব্য করেছেন খোদ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা।

ঢাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিিৎসক সজীব উদ্দীন স্বাধীন জানান, স্টেরয়েড একটি জীবন রক্ষাকারী জরুরি ড্রাগ, এই ড্রাগের বহুরকম ব্যবহার আছে এবং প্রতিটি রোগেই এই নির্ধারিত প্রটোকল আছে কত পরিমানে দিতে হবে, কতদিন দিতে হবে। কিন্তু অস্বাভাবিক মাত্রা কিংবা ফল্টি ডোজ শরীর স্টেরইড ব্যালেন্স নষ্ট করে দেয়, শরীর দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ফলে বিভিন্ন জীবনঘাতি এটিপিক্যাল ইনফেকশন যেমন, নিউমোনিয়া ব্লাক ফাংগাস, সাইটোমেগালোর মত ইনফেকশনের কারন হতে পারে, এতে বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে মর্টালিটি বেড়ে যাবার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রাশেদুল হাসান শাওন জানান, গ্রামাঞ্চলেই শুধু নয় সবখানেই এই স্টেরয়েড ব্যবহার হচ্ছে যেটা স্বাস্থ্য ঝুঁকি। বিভিন্ন সময়ে গ্রাম্য চিকিৎসকদের নিয়ে সেমিনার সিম্পোজিয়াম করা হয়েছে। আবারো জরুরী পদক্ষেপ নেয়া হবে স্টেরয়েড যাতে ব্যবহার ও বিক্রি না করা হয়।

এ ব্যাপারে ড্রাগ সুপার কেএম মহসিন মাহবুব জানান, লোকবলের সংকটের কারণে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো ও পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। তবে অদ্য থেকে সকল ফার্মেসীর মালিকদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে।

গাংনীতে কীটনাশক স্প্রে মেশিন

বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে বিনা মূল্যে কীটনাশক স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। পাটবীজ উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট ২০ জন চাষিকে এই স্প্রে মেশিন প্রদান করা হয়।

বুধবার দুপুরে স্থানীয় সাহারবাটি চারচারা ক্লাব মোড়ে উপ-সহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা মেহেদী হাসান উপস্থিত থেকে বীনা মুল্যে এ স্প্রে মেশিন বিতরণ করেন।

চলতি মৌসূমে ৩৭ বিঘা জমিতে পাটবীজ উৎপাদন করছেন। ইতোপূর্বে চাষিদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উন্নত মানের পাট চাষ বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার ভূমিকা রাখবেন এ সকল চাষিরা। এমনই মন্তব্য করেছেন উপ-সহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা মেহেদী হাসান।

ঝিনাইদহে করোনা ও উপসর্গে ৭ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৭৬ জন

ঝিনাইদহে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা ও উপসর্গ নিয়ে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৭৬ জন।
ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম জানান, বুধবার সকালে ঝিনাইদহ ল্যাব থেকে ২’শ ৪৯ জনের নমুনার ফলাফল এসেছে। এদের মধ্যে ৭৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। এদের মধ্যে সদরে রয়েছে ২২ জন, শৈলকুপায় ১৮ হরিণাকুন্ডুতে ৭ জন, কালীগঞ্জে ৯ জন, কোটচাঁদপুরে ৮ ও মহেশপুরে রয়েছেন ১২ জন। আক্রান্তের হার ৩০ দশমিক ৫২ ভাগ। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়ালো ৭ হাজার ৩’শ ৪৩ জন। এছাড়াও গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৪ জন ও উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন উপজেলায় আরও ৩ জন মারা গেছেন, এপর্যন্ত জেলায় মোট মৃত্যু বরণ করেছে ১৮৯ জন। এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন ৪হাজার

৪’শ ৬ জন।

ঝিনাইদহে করোনাকালে বাড়ছে বাল্য বিয়ে সামাজিক অবক্ষয়

ঝিনাইদহের এক দিনমজুরের মেয়ে মনিরা মাত্র ১৩ বছর বয়সে বসতে হয় বিয়ের পীড়িতে। অষ্টম শ্রেনীর ছাত্রী মনিরার বিয়ের পর দাম্পত্য কলহ শুরু হয়। এখন আর মনিরা স্বামীর কাছে যেতে চায় না। মনিরার পিতা জানান, দীর্ঘ সময় ধরে স্কুল বন্ধ। পাড়ার উঠতি বয়সের ছেলেরা ঝামেলা করে। মেয়েও ঠিক মতো পড়তে চায় না। তাই বাধ্য হয়ে মেয়ে বিয়ে দিতে হয়। এখন সে আর স্বামীর কাছে যেতে চায় না। একই ভাবে গোবিন্দুপর গ্রামের রমেচা খাতুন (ছদ্ম নাম) কে মাত্র ১৪ বছর বয়সে বসতে হয় বিয়ের পীড়িতে।

বিয়ের দিন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বংকিরা পুলিশ ফাড়ির সদস্যরা বর পক্ষকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। বিয়ে না করার শর্তে থানায় উভয় পক্ষ মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পায়। গোপনে তারা সেই মেয়েকেই আবার বিয়ে করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় মনিরা ও রমেচা খাতুনের মতো কিশোরীদের এখন ঠাঁই হচ্ছে স্বামীর ঘরে। যে বয়সে স্কুলের উন্মুক্ত মাঠে হৈ হুল্লোড় আর পড়ালেখা করে সময় কাটানোর কথা সেই বয়সে “সংসার” নামে এক অজানা পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন করছে।

এমন এক কিশোরী হচ্ছে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গান্না মাঝেরপাড়া গ্রামের ইয়াসমিন। নিজ গ্রামের একই বয়সী ছেলে আশিকুল ইসলামের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করে ইয়াসমিন। বিয়ে মানতে নারাজ ছেলের পিতা জাহিদুল ইসলাম। প্রেমের বিয়ে মেনে নিতে না পারায় হতাশায়গ্রস্থ ইয়াসমিন বিষপানে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। সদরের গোবিন্দপুর ও হরিণাকুন্ডুর দারিয়াপুর গ্রামে অপ্রাপ্ত বয়সি ছাত্র ছাত্রীরা প্রেমের সম্পর্ক করে বাড়ি ছাড়া হয়।

বয়স না হওয়ায় স্থানীয় চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে তারা বাড়ি ফিরে আসে। হরিণাকুন্ডুর ভাতুড়িয়া গ্রামের কলেজ পড়ুয়া যুবকের সঙ্গে একই

এলাকার দশম শ্রেনীর ছাত্রী পালিয়ে ঘর বেধেছে। মেয়ের বয়স কম হওয়ায় তাদের বিয়ে রেজিষ্ট্রি হয়নি। মেয়ের পক্ষ এখনো বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। সদর উপজেলার সুরাট গ্রামের এক ভ্যান চালকের প্রেমে পড়ে কোটচাঁদপুরের এক স্কুল ছাত্রী ঘর ছাড়ে। একই ভাবে সাতক্ষিরা শহরের এক স্কুল ছাত্রী পালিয়ে এসে মিয়াকুন্ডু গ্রামে এসে ওঠে। এ ভাবে জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামে অসম প্রেম আর বাল্য বিয়ের হিড়িক পড়েছে। করোনাকালে অলস জীবন, মোবাইল ও ইন্টারনেট সুবিধার কারণে টিনএজারদের বিপথগামী করছে বলে অনেকে মনে করেন।

বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহ সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক লক্ষি রানী জানান, তার স্কুলের দুইজন ছাত্রী বাল্য বিয়ের শিকার হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তিনি বলেন দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে শুধু গ্রামেই নয়, শহরেও গোপনে গোপনে বাল্য বিয়ের খবর আসছে। তিনি বলেন করোনাকালীন সময়ে যৌথ পরিবারে বসবাস করতে গিয়ে অনকে সময় ঝগড়াঝাটি হচ্ছে। ঝিনাইদহ শহরের ব্যাপারীপাড়া, হামদহ ও আদর্শপাড়ার মহিলা ছাত্রাবাসের মালিকগন জানান, করোনা মহামারির কারণে তাদের মেসের প্রায় সব মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে।

এখন প্রতিটা মেসে নতুন নতুন মেয়ে আসছেন। গ্রামাঞ্চলে খুব গোপনীয়তার সঙ্গে বাল্য বিয়ে সম্পন্ন করনা হচ্ছে। প্রশাসন ও পুলিশ সক্রিয় থাকায় এক জেলা থেকে অন্যজেলায় নিয়ে বিয়ে হচ্ছে। ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মুন্সী ফিরোজা সুলতানা জানান, বাল্যবিয়ের হার কমাতে আমরা নিরলস ভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি সেই উদ্যোগও ছিল চোখে পড়ার মতো।

কিন্তু মহামারি করোনা আমাদের সে সাফল্য অর্জনের পথে বাঁধা হয়ে দাঁডড়িয়েছে। দীর্ঘদিন স্কুল-কলেজ বন্দ থাকায় একদিকে অল্পবয়সী ছেলেরা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কৃষি কাজের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করছে। তারা ২১ বছরের আগেই বিয়ে করে বসছে। অন্যদিকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অভিভাবকগণ হতাশ হয়ে পড়ছেন ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যত নিয়ে। অনলাইনে ক্লাস করারও সুযোগ পাচ্ছেনা এসব ছেলেমেয়েরা। সঙ্গত কারণেই তারা পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে পড়ছে।

কেও কেও বইপত্রের সাথে একেবারেই সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলছে। এ সব অভিভাবকগণ তাদের দৃষ্টিতে ভাল পাত্র পেলেই অতি গোপনীয়তার সাথে কিশোরী মেয়েকে পাত্রস্থ করছেন। অল্পবয়সী এ সব মেয়ে স্বামীর

হয়েছে, লকডাউনে ঘরের মধ্যে পরিচিত মানুষের মাধ্যমে শিশুরা যৌন হয়রানির শিকার হওয়াও বাল্যবিবাহের কারন।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক ডাঃ জাহিদ আহমেদ জানান, বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে মাঠকর্মীদের কঠোর নির্দেশনা দেওয়া আছে। তারা করোনা সচেতনতার পাশাপাশি বাল্য বিয়ের ব্যাপারে জনমত গড়ে তুলছে। তিনি বলেন আমরা খবর পাওয়া মাত্রই বাল্য বিয়ে প্রতিরোধ করছি। এরপরও যদি গোপনে গোপনে কোন অভিভাবক বাল্য বিয়ে দেয় সেটা আমাদের অজান্তেই ঘটছে।